ইত্তেফাক

তারিখ ২৩।১২।৮১ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

062

ইডেন মহিলা কলেজ নির্বাচনে কাওসার-মমতাজ প্যানেলের জয়

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

ভোটদান ও গণনার ক্ষেত্রে কিছু অনিয়মের অভিযোগে ছাত্রীদের একাংশের তুমুল প্রতিবাদ ও হৈচৈ-এর মধ্যে গতকাল (মঙ্গলবার) ইডেন মহিলা কলেজের ছাত্রী সংসদের নির্বাচনের ভোট গণনা সমাপ্ত হইয়াছে। নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের মনোনীত কাওসার-মমতাজ পরিষদের প্রার্থিনীদের বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ফলাফলে কাওসার ও মমতাজ যথাক্রমে ৬২০ ও ৫৫৩ ভোট পাইয়া সহ-সভানেত্রী ও সাধারণ সম্পাদিকা নির্বাচিতা হইয়াছেন। তাঁহাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বিনী নাহিদ ও জেসমীন। ছাত্রদলের বিদ্রোহী প্যানেলের নাহিদ ২৫৬ ও জেসমীন ২৩২ ভোট পাইয়াছেন। শেষোক্ত প্যানেল জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের বিদ্রোহী গ্রুপ বলিয়া কোন কোন সূত্র জানায়।

কড়া পুলিশ প্রহরায় গতকাল সকাল ৯টায় ভোটগ্রহণ শুরু হয় এবং ১টায় ভোটদান সমাপ্ত হয়। বিরতির পর বেলা ৩টায় জোরালো নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া অধ্যক্ষার অফিসের উপরের তলায় ভোট গণনা শুরু হয়। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী ৭টি প্যানেলের প্রত্যেকটি হইতে ৭ জন পোলিং এজেন্ট লইয়া গণনাকার্য চলিতে থাকে। গণনা কক্ষে ভোটগণনা চলাকালে গোটা ইডেন কলেজ চত্বর জুড়িয়া উত্তেজিত ছাত্ররা এলোমেলোভাবে মিছিল করিতেছিল। সন্ধ্যা ৬টার দিকে কলেজ চত্বরে পরিস্থিতির লক্ষ্যজনক অবনতি ঘটে।

—(৮ম পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

সন্ধ্যার পর কয়েকদফা 'রহস্যজনকভাবে' বাতি নিভিয়া যায়। এ সময় কিছু অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটে।

প্রতিদ্বন্দ্বী কয়েকটি প্যানেলের প্রার্থিনীরা অভিযোগ করেন, দোতালায় পোলিং এজেন্ট আটক করা হইয়াছে। তাঁহাদের নিকট হইতে জবরদস্তি নির্বাচন সুষ্ঠু হইয়াছে মর্মে একটি কড়ার লিখাইয়া নেওয়া হয় বলিয়াও কেহ কেহ অভিযোগ করেন। নির্বাচনের ফলাফলকেও তাঁহারা 'গ্রহণযোগ্য নয়' বলিয়া উল্লেখ করেন।

কলেজের অধ্যক্ষা ডঃ আবিদা হাফিজ জানান, নির্বাচনে কোন গোলযোগের খবর তিনি পান নাই। তাঁহার জানালার কাঁচ ভাঙ্গিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অধ্যক্ষ জানান, ছাত্রীরা আজকাল একটু বাড়িয়া গিয়াছে।